UNDEF
The United Nations Democracy Fund
FNUD
Fonds des Nations Unies pour la démocratie

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

নীতি সংক্ষেপ

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

শিক্ষা

১. প্রেক্ষাপট

নির্বাচনী ইশতেহার যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। জনসাধারণ ইশতেহারের মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার ভিত্তিতেই ভোট দিয়ে থাকেন। জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলো নানারকম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে দৃশ্যমান কোনো আলোচনা হয় না। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করল, তারও কোনো পর্যালোচনা থাকে না। নাগরিকেরাও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ করার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী থাকেন না। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থায় হয়া উচিত যেখানে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠী যেমন– নারী, যুবসমাজ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অক্ষম জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসীসহ সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এ ইশতেহারে শিক্ষাকে একটি অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সর্বস্তরে শিক্ষার সুযোগ তৈরি এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষালাভের অধিকার নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। বলা যায়, মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাই প্রধানতম হাতিয়ার। শিক্ষা মানুষের সামনে সম্ভাবনার অবারিত দ্বার উন্মোচন করে। আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা আনয়নে এবং নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ সৃষ্টিতে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতি সংক্ষেপে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬ এর আলোকে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লিখিত শিক্ষা খাত সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতিসমূহের অর্জন, সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

২. পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতিগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল, ২০১১ সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত করা হবে এবং ২০১৭ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হবে। শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা ও শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতন কাঠামো নিশ্চিত করার কথাও এই ইশতেহারে বলা হয়েছে। এছাড়াও কর্মমুখী শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। এরপর ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলমান শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে বরাদ্দ বাড়ানো হবে। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে বয়স্কদের জন্য গৃহীত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বিগত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তির হার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি গেলেও সাক্ষরতার হারের দিক থেকে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা ২০১৪ সালের ইশতেহারেও বলা হয়েছে, যদিও আমরা এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল ও স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা উৎসাহিত করার কথা বলা হলেও জাতীয় বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ খুব সামান্য বাড়ানো হয়েছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থা অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাদেশ পুনর্মূল্যায়ন এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার কথা বলা হয়েছে। স্কুল ও কলেজের পরিচালন ব্যবস্থা দলীয়করণমুক্ত, অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক, দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী ইশতেহারের এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নজির বা টেকসই উদাহরণ এখনো দেখা যায়নি।

৩. নীতিপত্রে পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতিফলন

সরকারের বিভিন্ন নীতিপত্র পর্যালোচনা করার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ২০০৮ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২০১১–১৫ অর্থবছরের জন্য 'উন্নয়নের অগ্রগতি ও দারিদ্র্য বিমোচন' প্রতিপাদ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। আবার, একইভাবে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬–২০ অর্থবছরের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এসব পরিকল্পনায় শিক্ষাবিষয়ক বেশকিছু নীতি ও কৌশল গৃহীত হয়েছে। এসকল নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতির আশা করা হলেও বেশকিছু নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক বাস্তবায়নও সম্ভব হয়নি।

২০০৮ এবং ২০১৪ সালে দেওয়া শিক্ষাবিষয়ক প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোর অধিকাংশই ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষণীয়। সারণি-১ এ উল্লিখিত

সারণি ১: ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী নির্বাচনী ইশতেহারসমূহে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি ও নীতিতে প্রতিফলন

প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির ধরন	নীতিতে প্রতিফলন
প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা হবে এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক করা হবে	নির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করতে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি চলমান থাকবে	নির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
ভর্তির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ বাড়ানো হবে	অনির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে	অনির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। যা বাস্তবায়নে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনা হবে	অনির্দিষ্ট	প্রতিফলন নেই
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ধারাবাহিক উন্নয়ন বাড়ানো হবে	অনির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো এবং বেতন কমিশন গঠন করা হবে	নির্দিষ্ট	প্রতিফলন নেই
মানব সম্পদ উন্নয়নকল্পে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বেসরকারি এবং সরকারি সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া হবে	অনির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ সুবিধাগুলো পুনঃস্থাপন করা হবে এবং সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হবে	অনির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া বন্ধ করতে আরও কার্যকর পদক্ষেপের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং খুব দ্রুত সকল উপজেলায় কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে	নির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্স চালু এবং প্রসার করা হবে	নির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
প্রতি উপজেলায় একটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করা হবে	নির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
উচ্চশিক্ষার প্রসার বাড়াতে এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে প্রতি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধাপে পদক্ষেপ নেয়া হবে	নির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণায় উৎসাহ দেয়া হবে	অনির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হবে	নির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
২০১১ সালের মধ্যে মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নীট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হবে এবং ২০১৭ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে	নির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
স্নাতক স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করা হবে	নির্দিষ্ট	প্রতিফলন নেই
নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বৃত্তিসহ বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ অব্যাহত থাকবে	নির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
দক্ষতা ও জ্ঞান বিকাশের বিষয়টিকে সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য পুনর্গঠন করা হবে	অনির্দিষ্ট	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেয়া হবে	অনির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
রাজধানীতে আরও সরকারি মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা হবে। জেলা পর্যায়ের সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে	নির্দিষ্ট	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
প্রতি উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে	নির্দিষ্ট	প্রতিফলন নেই

সূত্র: নিজস্ব সংকলন।

প্রধান ২২টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ১৮টি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন নীতিপত্রে দেখা গেলেও বাকিগুলো সম্পর্কে নীতিপত্রে তথ্য পাওয়া যায়নি। বাস্তবায়নের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যেসব প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন নীতিপত্রে দেখা যায় না সেই প্রতিশ্রুতিগুলো অপরিপূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে পরিপূর্ণ থেকে যায়।

৪. নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: বর্তমান অবস্থা ও অর্জন

নীতি সংক্ষেপের এ অংশে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিসমূহ, বর্তমান অবস্থা, এবং অর্জন তুলে ধরা হলো।

৪.১ শিক্ষা খাতে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিসমূহ

বিগত তিনটি নির্বাচনের ইশতেহার পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ২০০৮ ও ২০১৪ সালের চাইতে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাবিষয়ক সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এই ইশতেহারে শিক্ষা ছাড়াও আরও ৩৩টি খাতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের আগে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের ভেতর এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনের অভিলাষও ২০১৮ সালের ইশতেহারে বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার বিগত সাড়ে তিন বছর যাবত কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার শূণ্যে নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে। গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং

কর্মসূচি সার্বজনীন করার কথা বলা হয়েছে। উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করা ও তাদের সহায়তা প্রদান এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর ক্ষেত্রে কিছু বিদ্যমান বৈষম্যের কথা স্বীকার করে তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করার আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং এ লক্ষ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সব দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বই ছাপানোর উদ্যোগ নেয়া এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

৪.২ বর্তমান অবস্থা ও অর্জন

২০২২–২৩ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে জনপ্রশাসন খাতের পরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যদিও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মূল তিনটি সরকারি সংস্থা যথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর বরাদ্দ বিবেচনায় নিলে তা ২০২২–২৩ অর্থবছরের মোট বাজেটের ১২ শতাংশে নেমে আসে। ২০২১–২২

অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে তা ছিল ৫১.৯ শতাংশ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৫৩.৮ শতাংশ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ৬৪.৮ শতাংশ। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এখনো চলছে কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এখন পর্যন্ত বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে এ দুটি বিষয়ে ২ হাজার মাস্টার ট্রেইনারের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ২০২০ সালে ছিল ৭৫.৬ শতাংশ (বিবিএস, ২০২১)। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.২ শতাংশে যা ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮ শতাংশ (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০২২)। ২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ২০১৯ অনুমোদন দেওয়া হয়। ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিকে উপস্থিতি বাড়াতে এই পলিসির নীতির মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলে এই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য এডিপিতে নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বেসরকারি বিদ্যালয়ের বর্ধিত ফির সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়া সরকার মেয়েদের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন উপবৃত্তি দিয়ে থাকে।

জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন অথরিটি (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে। ২০২২–২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা আগের অর্থবছরের বাজেটে ছিল ১১৬ কোটি টাকা। কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন– প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট ছাপানো ও লটারি পদ্ধতির ভিত্তিতে সেট নির্বাচন করা, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত গোষ্ঠীর সন্ধান করা এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখতে বাধ্য করা। ২০১৭ সাল থেকে সরকার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদ্রি ও গারো ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে যাচ্ছে। ২০২১ সালে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এসব ভাষার ৯৪,২৭৪ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ২,১৩,২৮৮টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে। ২০২১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার সংযুক্তির মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। আইডিবির আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ মাদ্রাসায় দাখিল পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে। 'ডিজিটাল এক্সিসিবল ইনফরমেশন সিস্টেম' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণিতে

সারণি ২: ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি এবং সর্বশেষ অবস্থা

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা (জুন ২০২২)
শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা		নির্দিষ্ট	শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে ২০২২–২৩ অর্থবছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (১৪.৭ শতাংশ)। যদিও এর ভেতর রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মূল তিনটি (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ ও কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ) সরকারি সংস্থার বরাদ্দ ২০২২–২৩ অর্থবছরের মোট বাজেটের ১২ শতাংশ।
শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভাষা ও গণিতের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় প্রকল্প হাতে নেয়া	৪.১	অনির্দিষ্ট	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এখনো চলছে কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এখন পর্যন্ত বড় প্রকল্প হাতে নেয়া হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের মধ্যে এ দুটি বিষয়ে ২ হাজার মাস্টার ট্রেইনারের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার কথা।
নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনা	৪.৬	নির্দিষ্ট	প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার ২০২০ সালে ছিল ৭৫.৬% (বিবিএস, ২০২১)। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ২০২১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪.২% এ যা ২০১০ সালে ছিল ৩৯.৮% (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২০২২)।
গ্রাম ও শহরতলির সব স্কুল এবং স্বল্প আয়ের শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোর মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সার্বজনীন করা	৪.ক	অনির্দিষ্ট	২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট জাতীয় স্কুল মিল পলিসি ২০১৯ অনুমোদন দেয়া হয়। ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিকে উপস্থিতি বাড়াতে এর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে খাবার দেয়া হচ্ছে।
উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের যে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা	৪.৩	নির্দিষ্ট	স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক বাধা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বেসরকারি বিদ্যালয়ের বর্ধিত ফি'র সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এছাড়া সরকার মেয়েদের, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন উপবৃত্তি দিয়ে থাকে।
শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে যোগ্যতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা	৪.১	অনির্দিষ্ট	মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও সার্টিফিকেশন অথরিটি (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করা ও তাদের সহায়তা প্রদান এবং এই উদ্দেশ্যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা	৪.৩	নির্দিষ্ট	২০২২–২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা আগের অর্থবছরের বাজেটে ছিল ১১৬ কোটি টাকা।
প্রশ্ন ফাঁস ও নকল বন্ধ করার লক্ষ্যে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেয়া	৪.ক	অনির্দিষ্ট	কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন– প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট ছাপানো ও লটারি পদ্ধতির ভিত্তিতে সেট নির্বাচন করা, প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত গোষ্ঠীর সন্ধান করা এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখতে বাধ্য করা।

(চলমান সারণি ২)

(চলমান সারণি ২)

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	সর্বশেষ অবস্থা (জুন ২০২২)
মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা এবং ধর্মীয় শিক্ষায় কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যুক্ত করা	৪.৪	অনির্দিষ্ট	২০২১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার সংযুক্তির মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। আইডিবির আর্থিক সহায়তায় একটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ মাদ্রাসায় দাখিল পর্যায়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে।
আদিবাসি জনগোষ্ঠীকে নিজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দেয়া এবং এ লক্ষ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা	৪.ক	নির্দিষ্ট	২০১৭ সাল থেকে সরকার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদ্রি ও গারো ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে যাচ্ছে। ২০২১ সালে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এসব ভাষার ৯৪,২৭৪ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ২,১৩,২৮৮টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে। এছাড়াও ৫টি ভিন্ন জাতিগত ভাষায় তৈরি বই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেনীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বই ছাপানোর উদ্যোগ নেয়া এবং প্রতিবন্ধীদের মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া	৪.ক	অনির্দিষ্ট	'ডিজিটাল এক্সিসিবল ইনফরমেশন সিস্টেম' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, মুদ্রণ প্রতিবন্ধী ও শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি হাতে নেয়া হয়েছে। NAAND প্রকল্পের অধীনে ১৫০০ জনকে অটিজম এবং এনডিডিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১০০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ১ দিনের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়াও ২০২১ শিক্ষাবর্ষে ৯,১৯৬টি ব্রেইল বই প্রদান করা হয়েছে।

সূত্র: নিজস্ব সংকলন।

অধ্যয়নরত সব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, মুদ্রণ প্রতিবন্ধী ও শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি হাতে নেয়া হয়েছে।

৪.৩ এসডিজিতে প্রতিফলন

২০৩০ সালের ভেতর এসডিজি অর্জনের প্রয়াসকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছিল। শিক্ষাবিষয়ক প্রায় সকল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট এসডিজি অভীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এসডিজির ৪র্থ অভীষ্টে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা ৪.১ (২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা), ৪.৩ (বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা), ৪.৪ (চাকরি ও মানসম্মত কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো), ৪.৬ (নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলতা নিশ্চিত করা), ৪. ক (শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা)-এ প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. দেশব্যাপী পরিচালিত উঠান বৈঠকের সারসংক্ষেপ

শিক্ষা নিয়ে নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন এবং পরবর্তী সময়ে তার বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কতটুকু, তা জানার জন্য দেশের ১৫টি জেলায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উঠান বৈঠকে সর্বমোট ১৬০

জন পুরুষ এবং ১৪৯ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রাপ্ত তথ্যকে পক্ষপাতমুক্ত রাখতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে যুক্ত করা হয়। ১৮টি প্রশ্নের এমন একটি প্রশ্নমালা নিয়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয় যাতে করে শহর অঞ্চলের সাথে সাথে প্রান্তিক অঞ্চলের চিত্রটিও ফুটে ওঠে। এই বৈঠকগুলোর আলোচনায় উঠে আসা তথ্য সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপন করা হলো :

ক) কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাখাতের গুণগত উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করতে হবে। বরাদ্দ বেশি থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর তহবিল ব্যবহারের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। দেখা যায়, বরাদ্দের বড় একটি অংশ চলে যায় অনুন্নয়ন ব্যয়ে। সুতরাং, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে জনগণ উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র কাঠামোগত উন্নয়নের কথাই বোঝেন। শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের বিষয়ে জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সচেতনতা দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন, যাতে করে শিক্ষার গুণগত উন্নয়নে জনগণের সচেতনতা ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগ নিশ্চিত করা যায়।

খ) গুণগত শিক্ষা বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনগণকে ব্যাপকভাবে অবহিত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত ও কাঠামোগত উন্নয়নের যে পার্থক্য, তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয় না, বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদের মানুষের কাছে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা জনগণের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে।

গ) নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে বাস্তবধর্মী প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের মাঝে যোগাযোগের সহজ ও যথাযথ উপায় বের করতে হবে।

ঘ) সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে সর্বস্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষকদের জন্য চলমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাঁদের দক্ষতা উন্নয়নে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিতে

হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দেশে ও বিদেশে ব্যবহারিক ও আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ঙ) শিক্ষাখাতে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়, বিভিন্ন বয়সী শিক্ষকদের জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে। স্কুল ও কলেজভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতা যাচাই ও শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে এই শ্রেণিকরণের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের বিভিন্ন মাত্রায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করতে এটি জরুরি।

চ) যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো পুনর্গঠন ও একক বেতন কাঠামো চালু করার জন্য জাতীয়ভাবে নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ছ) মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনয়নে ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের শ্রমবাজারে সমান সুযোগ সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিবর্তনের জন্য জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নীতিমালা গ্রহণ করা উচিত, যাতে করে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করা তরুণ জনগোষ্ঠী দেশের শ্রমবাজারে যথাযথ অবদান রাখতে পারে।

জ) মাদ্রাসাশিক্ষিত যুবসমাজ যেন আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে, সে লক্ষ্যে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন।

ঝ) শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে উচ্চতর শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ঞ) ঝরে পড়ার হার হ্রাস করতে এবং উপস্থিতির হার বাড়াতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে। এখন পর্যন্ত সকল বিদ্যালয়ে 'স্কুল মিল' চালু হয়নি। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কর্মসূচির আওতাধীন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ থেকে ২ কোটিতে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা। শিশুদের পুষ্টি চাহিদার বিবেচনায় এই কর্মসূচির আওতা বাড়ানো প্রয়োজন। দারিদ্র্যপ্রবণ অঞ্চলে এই কার্যক্রম শুরু করা এবং চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ট) উচ্চমাধ্যমিক এবং পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহী করতে উপবৃত্তি এবং বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঠ) দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে গবেষণা সংক্রান্ত তহবিলের বরাদ্দ আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

ড) বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম সূচনা ও পরিচালনার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পৃথক বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা উচিত। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে দক্ষ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করতে বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঢ) আদিবাসি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। বেশিরভাগ শিক্ষকই নিজস্ব ভাষায় কেবল কথা বলতে পারেন। তবে তাঁরা পড়তে ও লিখতে জানেন না। সুতরাং আদিবাসি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার পাঠ্যপুস্তকের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ণ) বিভিন্ন স্তরে কর্মরত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে তাদের গবেষণাকর্ম পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত। চলমান সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণার দালিলিক নথি তৈরি করা দরকার। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে হবে।

ত) সঠিক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গণমাধ্যমকে তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে। স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজ বর্তমান পরিস্থিতির ওপর আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। নির্বাচনী ইশতেহার সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের বিশদ ধারণা নেই। তাঁরা এই নির্বাচনী দলিল সম্পর্কে সচেতন নয়, যদিও নির্বাচনের আগে কিছু প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। তাঁরা মূলত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে বিশ্বাসী। নির্বাচনের পর নীতিনির্ধারণী মহলে ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে তার কিছুটা বাস্তবায়ন করা হয়। তবে নির্বাচনী ইশতেহারের কতটুকু আইনে রূপান্তরিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। শিক্ষাখাতের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সেক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি।

৬. উপসংহার

নির্বাচনী ইশতেহার যে কোনো রাজনৈতিক দল ও সামগ্রিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের আগে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা খাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে এসব প্রতিশ্রুতির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাব রয়েছে। এতে করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের অভাবে রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি পূরণের সদিচ্ছা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নির্বাচনী ইশতেহার তৈরিতে নাগরিকদের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না। নাগরিক ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রেও কোনো সুস্পষ্ট উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। উঠান বৈঠকের আলোচনাতেও অনুরূপ চিত্র উঠে এসেছে। পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা নির্বাচনী ইশতেহারের শিক্ষাবিষয়ক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তবে এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

UNDEF The United Nations Democracy Fund | FNUD Fonds des Nations Unies pour la démocratie

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

cpd.org.bd | cpd.org.bd | cpdbd | CPDBangladesh

জুন ২০২২

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন : (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০
ফ্যাক্স : (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১ ই-মেইল : info@cpd.org.bd ওয়েবসাইট : www.cpd.org.bd